প্রকাশ পেল খালিদ মোশারফের বই ‘শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’

প্রকাশিত হল মেহেরপুরের তরুণ লেখক খালিদ মোশারফের রচিত বই-‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ । উল্লেখ্য খালিদ মোশারফ আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থী। ‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি খালিদ মোশারফের প্রকাশিত চতুর্থ বই। ইতিপূর্বে খালিদ মোশারফের শিক্ষা নিয়ে ’শিক্ষা ও শিক্ষক’ আরেকটি প্রবন্ধ গন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুইটি বই রকমারিসহ অন্যান্য অনলাইন দোকানে পাওয়া যাবে।

’শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি মূলত বিস্তৃত ক্যানভাসে শিক্ষা নিয়ে একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক পদচারণা।’বইটিতে একদিকে যেমন বিদ্যালয় পরিচালনার আধুনিক রূপরেখা ও দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তুলে ধরা হয়েছে আলোকিত মানুষ গড়ার নেপথ্যে থাকা শিক্ষকদের শিক্ষাকর্ম।।

বইটির অন্যতম প্রধান একটি আকর্ষণ হলো বাংলা সিনেমায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। আমাদের দেশীয় পরিচালকরা ক্যামেরার লেন্সের ভেতর দিয়ে কীভাবে শিক্ষাগুরু, শিষ্য এবং বিদ্যাপীঠের পরিবেশকে তুলে ধরেছেন, তা আমাদের সামাজিক বিবর্তনেরই এক প্রামাণ্য দলিল। এই দেশজ প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সিনেমাগুলোতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ক্লাসরুমের চিত্রায়ন নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। এর ফলে পাঠক খুব সহজেই দেশীয় সীমানা পেরিয়ে বৈশ্বিক শিক্ষাদর্শন ও শ্রেণিকক্ষের এক তুলনামূলক চিত্র পেয়ে যাবেন।

সিনেমা যেমন দৃশ্যের ভাষায় কথা বলে, সাহিত্য তেমনি শব্দের মায়াজালে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরে। বাংলা গল্প ও উপন্যাসে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং ক্লাসরুম কীভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা নিয়ে এই গ্রন্থে রয়েছে একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক পাঠ। বাংলা সাহিত্যের পাতায় আধুনিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই রূপরেখা পাঠকের সামনে নতুন ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করবে।

বাঙালি জীবনে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হবে, অথচ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ আসবে না, তা তো কল্পনাই করা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চার দেয়াল ভেঙে প্রকৃতির কোলে মুক্ত শিক্ষার যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বইটিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন এবং তাঁর গল্প-প্রবন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর রূপায়ণ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে বইটিতে সংযোজন করা হয়েছে শিক্ষা বিষয়ক বিখ্যাত বেশ কিছু বইয়ের একটি সমৃদ্ধ তালিকা। সাথে রয়েছে সমকালীন ও চিরায়ত নানা প্রেক্ষিত নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক আরও কিছু প্রবন্ধ, যা বইটির বিষয়বস্তুকে করেছে আরও পূর্ণাঙ্গ।

পরিশেষে বলা যায়, এই বইটি কেবল শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা গবেষকদের জন্য নয়; বরং সাহিত্যপ্রেমী, সিনেমাপ্রিয় এবং শিক্ষানুরাগী—সবার জন্যই এক অমূল্য সংগ্রহ। ক্লাসরুমের ভেতরের এবং বাইরের এই বিস্তীর্ণ জগতকে নিয়ে আমাদের এই বিশ্লেষণমূলক যাত্রা পাঠকের মনোজগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষাকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করবে—এটাই একান্ত প্রত্যাশা।

স্ক্রীন এডিকশন বিপন্ন প্রজন্ম

আজকাল শীশুদের দিন রাতের অধিকাংশ সময়কাটে ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাব বা অন্যান্য ইন্টারনেট কানেকটেড আধুনিক ডিভাইসের সাথে। বর্তমান সময়কে বলা হচ্ছে ডিজিটাল সামাজিক সংকটের যুগ। এই সমস্ত ডিভাইসের কারণেই সমাজে শীশুদের নিরাপত্তার বিষয়টিও ক্রমেই ঝুকিপূর্ণ আকার ধারণ করছে। একক পরিবার, চাকুরীজিবী বাবা-মায়ের সময়ের অভাব ছাড়াও স্কুল সময়ের বাইরে সন্তানদের একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য অভিভাবকরা অনেকটা নিরুপায় হয়েই সন্তানের হাতে স্মার্ট ডিভাইসগুলো তুলে দেন। অনেক বাবা মা বা কাজের বুয়া ছোট সময় থেকেই বা”চাদের জিদ থেকে দুরে সরানোর জন্য পশুপাখি, কার্টুন ইত্যাদি দেখিয়ে খাওয়ানো বা ঘুমাতে অভ্য¯’ করেন। এখান থেকেই শুরুহয় আসক্তি। এর পরথেকেই শীশুদের যাপিত জীবনের দৃশ্যপট দ্রুতই

ফার্স্টফুড। শাররীক শ্রমছাড়া খাবার গ্রহণই সন্তানদের ওজন বাড়ার জন্য যথেষ্ঠ। বর্তমানে দেশের শীশুদের ওবিসিটি বাড়ার এটাও একটা অন্যতম কারণ। শিশুদেও মুটিয়ে যাওয়া ও কর্মে অনিহার প্রবনতা একসুত্রেগাথা। এই অবস্থার নিরসনে অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের বাবা-মার মধ্যে সঠিক মাত্রায় সন্তানদের শাররীক শ্রমে উৎসাহিত করারমত আগ্রহটুকুও তেমন দেখো যায় না।

অধীকাংশ আভিভাবক বলে থাকেন যে, বা ”চাদের হাটাচলা, খাওয়া ঘুমানো, এমন কি পড়ার সময়েও এক প্রকার বাধ্য হয়েই মোবাইল দিতে হয়। নিষেধ করলেও কাজ হয়না। বরং জিদের বসে খাওয়া বন্ধ করে বা জিনিষপত্র ভাংচুর করে। এ নিয়ে আত্মহননের মত ঘটনাও রিরল না। একটু বড়দের আচরণীক দিকটা হয় ভিন্ন। চুপচাপ ভাল মানুষের অন্তরালে নির্জন স্থান বা কক্ষেই এদের একমাত্র ভ’বণ। এরা ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকের গন্ডিপেরিয়ে চলে যায় গেম সোইটে, নিষিদ্ধ পেজে। টাকার বিনিময়ে খেলে জুয়া, সারারাত ধরে চলে নিষিদ্ধ চ্যাট। আস্তে আস্তে শুরু হয় অসামাজিক সম্পর্ক স্থাপন, মেয়েদেও প্রলুব্ধ করা, সমপ্রেমাসক্তি বা ভাগিয়ে নেওয়া, প্রতারণা সহ এক সময় সব ধরণের নোংরামিতে জড়িয়ে পড়ে। কেউ হয়ে ওঠে গ্যাং লিডার। যাকে আর কখনোই স্বাভাবিক জগতে ফেরানো সম্ভব হয় না।

মার্কিন ক্লিনিক্যাল সাইকোলিস্টরা এই উপসর্গকে ডিজিটাল মাদক হিসেবে আক্ষায়ীত করে ’২০ এর দশকেই সরকারকে সতর্ক করে ছিলেন। এর পর থেকেই উন্নত বিশ্বে মোটামুঠি বিষয় গুলো বা ”চাদের নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য স্কুলের নিয়ম ও কারিকুলামে অনে ব্যাপক পরির্বতন। যার সাথে অভিভাবক বৃন্দও জড়িত থাকেন বাধ্যতামুলক ভাবে। কিন্তু দুঃজনক হলেও আমাদের দেশে বিষয়গুলো একদম ল্যাজে গোবরে অবস্থা। এর ক্ষতিকর দিকগুলো আমরা দেখছি, এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করছি কিন্তু এখনও কোন করণীয় নির্দ্ধারণ করতে পারছি না এটাই বাস্তবতা। এটা নিয়ে ব্যাপক কোন গবেষণার বা কারো কোন মাথাব্যাথার কথাও কখনো শোনা যায় না।

ভারতের চার্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, স্ক্রীন আসক্তির জন্য বড়দের চোখের রেটিনা, কার্নিয়া সহ অন্যান্য অংশের যেমন ব্যাপক ক্ষতি হয়। শীশুদের ক্ষেত্রেও একই সমস্যার পাশাপশি ক্ষুধামন্দা, অতিরিক্তক্ষুধা, অনিদ্রা, বান্ধব হীনতা, আগ্রাসি মনোভাব ও আত্মবিশ্বাসহীনতা প্রকট আকার ধারণ করে। এই বিষয়ের উপরে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ফর ডিজিস কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেন্সসনের পক্ষ থেকে ১৯২২ সনে আমাদের দেশে একটি জরিপ পরিচালিত হয়েছিল।

হয়ে তাদেও ই”ছাকে প্রধান্য দিয়ে কিছুটা সময়তো দিতে পারি? সন্তানদের সাথে ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক আচরণ, অভিবাদন, আপ্যায়ন সব সময় ঠিক রাখতে হবে এবং বিষয়গুলো তাদের মেনে চলায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ছোট থেকে শীশুদের যেমন ধর্মীয় কাজে যুক্ত করতে হবে তেমনি সামাজকি ও সে”ছাসেবি সংগঠনের সাথে তাদের যুক্ত হওয়ার সুযোগ করেদিতে হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুলের পরিবেশ ও আচরণ হতে হবে শীশুবান্ধব ও সামাজিক পরিবেশমন্ডিত এমনটাই সবার প্রত্যাশা। এভাবেই একদিন শীশুদের মাঝে পরপকার ও আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে আসবে।

সমজবিজ্ঞানিরা মনে করেন র্স্মাটডিভাইস বন্ধ করা সম্ভব না। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, খেলার মাঠে, পড়া ও বেড়ানোর সময় র্স্মাট ডিভাইস নিয়ন্ত্রনে সরকার,শিক্ষক,অভিভাবক ও সচেতনদের আন্তরিকতা ও সদি”ছাই আমাদের আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথে চলতে অনেকটাই সহায়ক ভ’মিকা রাখবে।

লেখক: অবঃ শিক্ষক গাংনী ডিগ্রি কলেজ।